আজকের কাগজ

তারিখ ... 21 JAN 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬ ...

৪০

জাতি বিধ্বংসী নকল ও তার প্রতিকার

সত্যপ্রকাশ গুপ্ত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সর্বশেষ প্রথম পর্ব, সমাপনী পর্বের মাস্টার্স ও সম্মান পরীক্ষা চলছে দেশের বিভিন্ন কলেজে। পরীক্ষা শুরুর আগের দিন টিভিতে শিক্ষাসচিব ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সাহেবের বেশ বলিষ্ঠ, প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল হয়তবা আমরা একটা ভাল পরীক্ষানুষ্ঠানের চেহারা দেখতে পাবো সারাদেশে; কিন্তু বাস্তবে ঘটলো তার বিপরীত।

ঢাকা শহরের কলেজগুলির পরীক্ষার হলে এমন পরীক্ষার্থী হয়ত গুটি কয়েক মিলবে যার দেহতল্লাশী করলে কোন অবৈধ কাগজ, বই বা সাজেশনের অংশ পাওয়া যাবে না। জুতা-মোজা থেকে শুরু করে প্যান্ট-শার্টের বিভিন্ন পকেট, পিঠ, কোমর কোমর বন্ধনী মধ্যখান আরও কত বিচিত্র ভঙ্গিতে বইয়ের পৃষ্ঠাকে ফটোকপি মেশিনে ছোট করে সেগুলিকে স্বচ্ছ টেপ লাগিয়ে সাপের মত লম্বাকরে কি বিচিত্র ভাঁজে বন্দী। ঢাকা কলেজের সামনে গতকাল সন্ধ্যায় দেখা গেল তিন-চার খানাছোট নকল একসঙ্গে করে ফটোকপি করছে, দু'জন খরিদ্দার, ওপরে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে। মেশিনওয়ালা-কে পরীক্ষার সময় আয় বেড়েছে কেমন জিজ্ঞেস করায় উত্তর দিল, "না স্যার, ছোটখাট জিনিস এতো জোড়া দিয়া কাম কইরা আউগান যায় না", কখন বেশি হয়? পরীক্ষার সময়, সন্ধ্যায় ও বেশ হয়"।

আশ্চর্যের ব্যাপার এ পর্যন্ত সারাদেশ বাদ-ই দিলাম ঢাকা শহরের একজন পরীক্ষার্থী নকলের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছে এমন ঘটনা পত্রিকার পাতায় আসেনি। তাহ'লে আমরা ধরে নিতে পারি শহরে এই চারটি পরীক্ষা একসঙ্গে এত সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে যে কোন নকল হচ্ছে না। আর যদি তা না হয় তবে নকল ধরা পড়ছে না অথবা কেউ নকল ধরছে না? যে কোন ব্যক্তি-ই জানেন ঘটছে তিননম্বরটা।

মফস্বলের দিকে তাকালে দেখা যায় সুনামগঞ্জে খুন হয়েছে পদার্থ-বিদ্যার শিক্ষক নকলে বাধা দেয়ার অপরাধে প্রকাশ্য রাজপথে। ফরিদপুরে রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অতুলচন্দ্র হিসাববিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক একই কারণে ছুরিকাঘাতে হাসপাতালে মৃত্যু সংগে লড়াই করছেন, এমন আরও কত ঘটনা যা পত্রিকার পাতায় আসে না। ঐ অতুলবাবুকে গতবছর ধাক্কা মেরিছিল জনৈক ছাত্রনেতা তাকে পরীক্ষা চলাকালীন হলে ঢুকতে বাধা দেয়ায়, এবার ছুরি মেরেছে, যদি বেঁচে যান তবে আগামী পরীক্ষাতে হয়তো বাঁচতে দেয়া হবে না, এই হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের অগ্রগতি।

একটা সহজ হিসেব সকলেরই বোধ হয় মাথায় আসবে, এ সমাজে সরাসরি বা পরোক্ষ লাভ ছাড়া কেউ কোন কাজ করতে চান না। নকল ধরা এবং বহিষ্কার করা এমন একটি কাজ যাতে কড়িকাঠ গোনা বা মেঝের মসৃণতা পরীক্ষাকারী ট্যাক্টফুল সহকর্মী অপেক্ষা এক পয়সাও বেশি পাবার সম্ভাবনা তো নেই বরং ছাত্রদের অপ্রিয়, কিছু শিক্ষকের চক্ষুশুল এমনকি নিগৃহীত বা নিহত হবার ঝুঁকি আছে হয়তো বলবেন তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন, মরে গেলে আমরা কি করবো? নিজ স্বার্থ ছাড়া শুধু সমাজ, জাতি দেশের, জন্যে যে ব্যক্তি জীবনের ঝুঁকি নেন সমাজের এমন সেবক আর কে হ'তে পারে? এর কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃত না থাকলে যাবে না আগামী পরীক্ষা পর্যন্ত, শোনাগেল এক শিক্ষক নকল ধরতেন বলে দেবেন্দ্র কলেজের পুকুরপাড়ে পরীক্ষার আগেই বেধড়ক পিটানী দিয়ে ছাত্র নামধারী দুষ্কৃতিকারীরা তাকে ক্যাম্পাস ছাড়া করেছে।

তাহলে এই অবস্থা চলতে থাকলে যদি আগামীতে একজন শিক্ষক ও বহিষ্কারতো দূরের কথা নকলও না ধরেন তবে ক্ষতি হবে কার? কত টুকুই বা হবে? শিক্ষার যে মান এসে দাঁড়াবে তা নিয়ন্ত্রণের জন্যে পশ্ন ঘুরিয়ে করবেন? ৫০% মার্কস বাদ দিয়ে খাতা দেখবেন? কিন্তু যারা নকল করতে চায়নি, ভাল ছেলে তাদের মান কি'ভাবে নির্ধারণ করবেন? তারাতো পরিবেশ পেলে নকল করতো না বা এখনও করে না।

নকল করা ছলে যদি রাজনীতি করে তারা হবে দেশপ্রেমশূন্য, আত্মকেন্দ্রিক ও দলবদলে পারদর্শী, ওষুধ কারখানায় তারা দেবে জীবন ধ্বংসকারী নকল ও ভেজাল ওষুধ। ডাক্তার হ'লে কষাইয়ের মত পয়সা নিয়ে একই রকম চিকিৎসা দেবে, প্রকৌশলী হ'লে এমন ব্রীজ-বিল্ডিং বানাবে যা নির্মাণ শেষ হবার আগেই পড়ছে ভেঙ্গে, পুলিশ অফিসার হ'লে হবে মহাঘুষখোর দুষ্টের পালক ও শিষ্টের দমনকারী। ব্যবসায়ী হ'লে ঈদ আর প্রতি বাজেটে দাম বাড়িয়ে ভেজাল দ্রব্য আর কম মাপ ছাড়া কিছু পাবেন না। শিল্পপতি হ'লে ব্যাংকের টাকা নিয়ে নিজে গাড়ি-বাড়ি করে ভূয়া কোম্পানী দাঁড় করিয়ে এক পয়সাও ফেরৎ দেবে না। আর শিক্ষক হ'লে নকল ধরবে না। এমন হাজার পেশার প্রতি ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমনের চেষ্টা না করে যদি শুধু পরীক্ষার হল-কে ঠিক করা যায় তবে সবই ঠিক হ'তে বাধ্য। হয়ত বলবেন, অ-ধূমপায়ীর কি ক্যান্সার হয় না? হ্যাঁ, হয় তবে ধূমপায়ীর প্রতি লাখে ২৩৮ জন আর অধূমপায়ীদের মাত্র ১৩ জন।

তাই নকলমুক্ত সমাজের সুস্থ্য সোনার ছেলেদের দু'একজন খারাপ হ'লে তা দমন করতে পারবেন কিন্তু, এ অবস্থা চলতে থাকলে পুরোজাতীর অপমৃত্যু অনিবার্য। আজ গণতান্ত্রিক পরিবেশে এই দায়িত্ব কাউকে নিতেই হবে, আর এটাই বোধ হয় উপযুক্ত সময়।

পথ বের করতে হবে কর্তা ব্যক্তিদের, দায়সারা দায়িত্ব পালন নয়, কলম ধরতে হবে সাংবাদিক বন্ধুদের, মতপার্থক্য ভুলে রাজনৈতিক দলকে ঐক্যমত হতে হবে, শিক্ষক সমাজকে নিজেদেরই অস্তিত্বের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়তে, আর অভিভাবকদের নিজসন্তানদের এর বিরুদ্ধে মানসিকতা তৈরি এবং সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে ছাত্রভাইদের, তারাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বা ভিক্টিম। দু'একজন শিক্ষক হারাবেন জীবন আর তারা (ছাত্র) লক্ষ কোটি হ'য়ে রইবে জীবন্মৃত। পরীক্ষা না পিছানোর জন্যে তেমনি মিছিল হবে নকলবিহীন পরিবেশ চাই, সুস্থ্য জীবন গড়তে চাই বলে, ভাল ছেলেদের ভালসেজে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। তাদের-ই রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ করতে হবে তাদেরই প্রচ্ছন্ন ধ্বংসকারীদের আর এসিড নিক্ষেপের ক্ষেত্রে আইন পরিবর্তনের মত এখানেও কঠোর আইন প্রণয়ন নকলে বহিষ্কারসহ .... সার্টিফিকেটে তার প্রতিফলন শিক্ষকহত্যা বা নিগ্রহের মত কাজের জন্যে পাকিস্তান বা সউদী আরবের মত মেরে রাস্তায় গাছে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা না করলেও সভ্য সমাজের মৃত্যুদণ্ড ফাঁসি-র ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

কোন প্রভাবশালী মহল জনরোষের কাছে দুষ্কৃতিকারিদের আশ্রয় দিয়ে টিকে থাকতে পারবে না। মানুষ তাদেরকে ঠিকই চিনে নেবে। পিঠ দেয়ালে ঠেকেছে ফিরে দাঁড়াবার এই উপযুক্ত সময়।

সত্যপ্রকাশ গুপ্ত : কলাম লেখক, কলেজ শিক্ষক।